ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলে পরিবারসহ কেমন আছে প্রীতি? জানালেন নিজেই

c‡ 7

এক বছরেরও বেশি সময় পর ভারতের স্কোয়াডে শামি

c‡ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০২০ ● কলকাতা ● ০৬ মাঘ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ২০ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সুকান্তের মুখে নতুন করে হিন্দুত্বর বার্তা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা :- স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ দিন বাংলার যে অসম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ছিল, তা গত কয়েক বছর ধরেই নষ্ট হয়েছে। ভোট বাক্সের জন্য কেউ সংখ্যালঘু তোষণ করছে তো কেউ সংখ্যাগুরুকে ভোট বাক্সে আনতে চাইছে। কোনো রাখঢাক না করেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার বললেন, "ছেলেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র যা বানানোর বানান। কিন্তু আগে ভাল হিন্দু বানান। যে নিজে ধর্মের প্রতি

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

হিন্দুদের ইচ্ছাতেই চলবে দেশ!' 'বিতর্কিত' বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ১৩ আইনজীবী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হিন্দুদের ইচ্ছাতেই চলবে দেশ!' 'বিতর্কিত' বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ১৩ আইনজীবী

বিগত কিছুদিন ধরেই শিরোনামে রয়েছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শেখর কুমার যাদব । মাসখানেক আগে এলহাবাদ হাইকোর্টের বার কাউন্সিলের এক সভায় উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, 'এটা হিন্দুস্থান। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ইচ্ছা মতই দেশ চলবে।' সেই সময় ওই বিচারপতি সাফ জানিয়েছিলেন দেশে আইন কার্যকর হয় সংখ্যাগুরুদের কথা মাথায় রেখে।

জাস্টিস শেখর যাদবের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে তদন্তের আর্জি জানালেন ১৩ জন প্রবীণ আইনজীবী। এলাবাদ হাইকোর্টের ওই বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্তের আর্জি নিয়ে সুপ্রিম

এরপর ৩ পাতায়

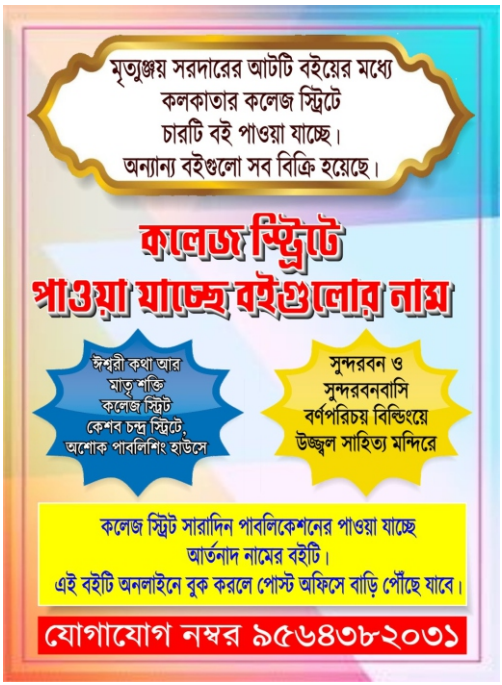

প্রকাশ্য জনসভায়, কাউন্সিলর দের কটাক্ষ মদনের

বেবি চক্রবর্ত্তী :কলকাতা

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কলহ নিয়ে এমনিতেই জেরবার দল। সেই আবহে এবার দলীয় কাউন্সিলরদের নিশানা করলেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে মদনের বার্তা, "কোনও কাউন্সিলর যদি আপনাদের চাকর ভাবে, পাত্তা দেবেন না।" তৃণমূলের পোশাক খুলে নিলে ওই সব কাউন্সিলররা খেতে পাবেন না বলেও মন্তব্য করলেন মদন।বেলঘরিয়ার একটি অনুষ্ঠানে সম্প্রতি এমন মন্তব্য করতে শোনা যায়। তিনি বলেন, "কোনও কাউন্সিলর যদি মনে করেন, আপনাদের তুল্যমূল্য বিচার করেন, আপনাদের চাকরবাকর মনে করেন, কী হল না হল পরোয়া করেন না, সেই সব কাউন্সিলরদের পাত্তা দেওয়ার কোনও দরকার নেই। সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমি কাউন্সিলরদের কায়দা করে দেব।কাউন্সিলরদের কটাক্ষ করে মদন আরও বলেন, "খায় না মাথায় দেয়! বাড়িতে বসেছিল। আপনারা আশীর্বাদ করেছেন বলে গায়ে শাল জড়িয়ে কাউন্সিলর হয়ে গিয়েছে। কাল যদি গা থেকে তৃণমূলের কাপড়টা কেড়ে নেওয়া হয়, খেতে পাবে না। অনেকে আছেন আমি জানি। এখানে প্রেস আছে হয়ত। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলবেন, আমি বলেছি। কোনও কাউন্সিলরকে পরোয়া করার দরকার নেই।

তৃণমূলের একদা হেভিওয়েট নেতা মদন, বর্তমানে দলের অন্দরে কিছুটা হলেও কোণঠাসা। মাঝেমধ্যে দলের নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করা ছাড়া, আগের মতো সক্রিয় ভূমিকায় আর দেখা যায় না তাঁকে। সেই আবহে মদনের এই মন্তব্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের খবরে যখন জেরবার জোড়াফুল শিবির, সেই সময় প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে মদন কাউন্সিলরদের 'পাত্তা' না দেওয়ার যে বার্তা দিলেন, তাতে দলের অন্দরে বিভাজন আরও চওড়া হবে কি না, উঠছে প্রশ্ন।

'মমতাকে বলে দেবেন' বলে যেভাবে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে মদনকে, তাও ভালভাবে দেখছেন না অনেকেই। কারণ তৃণমূলে মদন বরাবর মমতার স্নেহধন্য বলেই পরিচিত। কিন্তু যে ভঙ্গিতে দলনেত্রীর নাম মুখে এনেছেন মদন, তা আগে কখনও শোনা যায়নি বলে মত তৃণমূলেরই একাংশের।দলের অন্দরে নেতাদের কথা কেউ আর শুনছেন না বলে কয়েক দিন আগেই মন্তব্য করেন তৃণমূল বিধায়ক মহম্মদ আব্দুল গনি। মালদায় দুলাল সরকার খুনের পর তাঁর বক্তব্য ছিল, "কেউ সম্পূর্ণ ভাবে কথা শুনছে না। প্রশাসনিক শীর্ষ স্তরে যাঁরা রয়েছেন, সেই নেতাদের কথাও শোনা হয় না।

খিদিরপুর উৎসবের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সমাপন

জয়দীপ যাদব, কলকাতা

কলকাতার ১৬তম খিদিরপুর উৎসবের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আজ শেষ হল। খিদিরপুর উৎসবের সাধারণ সম্পাদক এবং যুব তৃণমূল নেতা রাজেশ কুমার সাহু এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ সামাজিক এবং জনসাধারণের জন্য এবং প্রতি বছর এই উৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ২০০০ শিশু তাদের চিত্রকলার প্রতিভা প্রদর্শন করে এবং শিশুরা বিভিন্ন পোশাকে অভিনয় করে। একই কর্মসূচিতে ১০ হাজার দরিদ্র মানুষকে কম্বল, ১০ হাজার মহিলাদের কে শাড়ি বিতরণ করা হয় এবং ১২০০ জন রক্তদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাবন ব্যানার্জি, মুস্তাফিজ হাশমি, কাউন্সিলর নিজামুদ্দিন শামস, কাউন্সিলর শামীমা রেহান খান, আলিপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি জগদীশ যাদব, ডঃ রেহান আদনান খান এবং বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আরজিকর ঘটনায় শুধু সঞ্জয় কে দোষী সাবস্ত করা হলো, বাকিরা কেন ছাড় পেলো দাবি বিরোধীদের

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ-খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায় । শনিবার শিয়ালদা আদালত এই রায় দেয় । আগামী সোমবার সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণা করবেন বিচারক । আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারাই । তবে বিচার পাওয়ার পথ সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হচ্ছে না, বরং আরও যাঁরা অভিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে সাজার ব্যবস্থা করার পক্ষেই সওয়াল করেছেন রাজনীতিকরা

একনজরে দেখে নেওয়া যাক, কোন রাজনৈতিক নেতা এদিনের রায়ের পর কী জানালেন –বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য: অভয়া ইস্যু রাজনীতির উর্ধ্বে। আসলে এটা

একটা সামাজিক ব্যাধি এবং মর্মান্তিক ঘটনা । এই ঘটনা সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক দল সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছে । সঞ্জয় রায় হয়তো দোষী । আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং আগামী সোমবার তার সাজা ঘোষণা হবে । এইসব ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডই হয়ে থাকে । তবে এটা একটা আংশিক বিচার ।শুরুটা ভালোই হয়েছিল । কিন্তু তবে এখনও অনেকটা এগোতে হবে । তদন্তকারী সংস্থাকে এটা দেখতে হবে যে একটি মিশ্র ডিএনএ রিপোর্ট এসেছে । অর্থাৎ এই অপরাধ একজনের দ্বারা হয়নি । এখানে একের থেকে বেশি মানুষ জড়িত রয়েছেন । দ্বিতীয়ত হচ্ছে ফরেনসিক যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন নেই । তাই যদি এই যদি একজন এই অপরাধ করে থাকে, তাহলে সেখানে ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকাটা উচিত বলে মনে করা হচ্ছে ।তবে সাধারণ মানুষ বা আমরা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই । রিপোর্ট দেখে মনে হয় যে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বহু সংখ্যক ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাতে মেয়েটিকে ধর্ষণ এবং হত্যা করা হয়েছে । এখানে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে, যেটা সিনিয়র এবং জুনিয়র চিকিৎসক থেকে অভয়ার বাবা-মা তুলেছেন । সেইসব প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত । বিজেপি আরও খুশি হতো যদি সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলকে ও অপরাধী ঘোষণা করা হতো ।

(১ম পাতার পর)

সুকান্তের মুখে নতুন করে হিন্দুত্বর বার্তা

সমর্পিত হবে। আর বাড়িতে একটা করে ধারাল অস্ত্র রাখুন। নিজের ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষা করতে না পারলে ডাক্তার ব্যারিস্টার যাই হোক ফুটে যাবে।" স্বাভাবিক কারণেই এই বার্তায় আঘাত লেগেছে অসম্প্রদায়িক নাগরিক মহলের। ।

এই নিয়ে রাজনীতি করতে একটুও দেরি করেন নি তৃণমূল। এবার আর মুখপাত্র কুনাল ঘোষ নয়, সামনে আনা হয়েছে এক সংখ্যালঘু বিধায়ককে। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেন, "সুকান্তবাবুর এক মুহূর্তের জন্য কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে থাকা উচিত নয়। ওঁকে বরখাস্তের দাবি জানাচ্ছি। শিক্ষিত মানুষ হয়ে বাড়িতে অস্ত্র রাখতে নিদান?" বস্তুত, আগামী বছর (২০২৬) এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বাংলাদেশ ইস্যুকে হাতিয়ার করে মাঠে-ময়দানে নেমে পড়েছে বিজেপি। কখনও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হিন্দুদের একজোট হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন, কখনও আবার তিনি নিজের বক্তব্যে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা হিন্দুভোটকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রশ্ন উঠেছে, কেন বার বার করে ধর্মীয় সুড়সুড়ি হেওয়া হচ্ছে। কেন 'হিন্দু' বা 'মুসলমান' হওয়ার বার্তা। কেন 'মানুষ' হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন না রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীরা!

(১ম পাতার পর)

হিন্দুদের ইচ্ছাতেই চলবে দেশ!' 'বিতর্কিত' বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ১৩ আইনজীবী

কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে চিঠি লিখেছেন তাঁরা। সেখানে জানানো হয়েছে, জাস্টিস যাদবের ওই মন্তব্য, 'হেট স্পিচ'-এর সামিল। তাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ওই আইনজীবীরা।একটি পরিবার বা সমাজের আঙ্গিকে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যা সংখ্যাগুরুকে সুবিধা দেয় এবং তাদের যা খুশি করে সেটাই দেশের আইন হিসেবে বেশি গ্রহণযোগ্য।

'এখানেই শেষ নয়! 'মুসলিম' শব্দটির উল্লেখ না করেই তিনি বলেছিলেন, 'একাধিক বিয়ে করা তালাক প্রথা, হালাল... মেনে নেওয়া যায় না।' একজন বিচারপতিকে প্রকাশ্যে এমন মন্তব্য করতে দেখে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় সারা দেশে। বিভিন্ন মহলে শুরু হয়ে যায় সমালোচনা। শেষ পর্যন্ত জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নির্দেশে শেখর যাদবের কাছে তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যা তলব করেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরুণ বনশালী।

বিতর্কিত ওই মন্তব্যের জন্য শেখর যাদবকে ক্ষমা চাইতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু নিজের মন্তব্যে অনড় থেকেই ক্ষমা চাইতে সরাসরি অস্বীকার করে দেন তিনি। সর্বোচ্চ আদালতের (Supreme Court) প্রধান বিচারপতিকে লেখা জবাবি চিঠিতে তিনি পাল্টা জানিয়েছিলেন,'আমি ভুল কিছু বলিনি। ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।' সরাসরি ধর্ম নিয়ে মন্তব্য করার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ওই বিচারপতি জানিয়েছিলেন, তিনি ধর্ম সংস্কারের কথা বলেছেন। হিন্দু ধর্ম ও সমাজের ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরে সেগুলির প্রচলনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তিনি মনে করেন ইসলামেও এই ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। তবে কোনো ধর্মকে আক্রমণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না বলেই জানিয়েছিলেন ওই 'বিতর্কিত' বিচারপতি।

মাস খানেক আগে এলাহাবাদ হাই কোর্ট চত্বরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ওই অনুষ্ঠানে বিচারপতি যাদব বলেছিলেন, 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা হলে তবেই সমাজে সম্প্রীতি, লিঙ্গসাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা বাড়বে।' তারপরেই তিনি বলেছিলেন, ' বলতে আপত্তি নেই যে, এটা হিন্দুস্তান। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছে অনুযায়ীই দেশ চলবে। এটাই আইন। আমি হাই কোর্টের বিচারপতি হিসেবে এটা বলতে পারি না যে, এমন কথা বলা চলবে না।'

প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় দেখা মেলা 'আইআইটি বাবা'-কে ঘিরে সমাজমাধ্যমে আলোচনা তুঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় দেখা মেলা 'আইআইটি বাবা'-কে ঘিরে সমাজমাধ্যমে আলোচনা তুঙ্গে। তাঁর খোঁজ করতে করতে কুম্ভমেলায় পৌঁছে গিয়েছেন 'বাবা'র বাবা-মা। 'আইআইটি বাবা'র প্রকৃত নাম অভয় সিংহ। তাঁর বাবা করণ গরেওয়াল চাইছেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসুক। গত ছ'মাস আগে ছেলের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল তাঁর।এরই মধ্যে সম্প্রতি অভয়ের খোঁজ করতে করতে কুম্ভমেলায় পৌঁছে যান তাঁর বাবা-মা। কিন্তু তত ক্ষণে মেলায় জুনা আখড়ার আশ্রমের তাঁবু ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। প্রায় এগারো মাস ঘরছাড়া 'আইআইটি বাবা'। পরিবারের সঙ্গে শেষ কথা হয় মাস ছয়েক আগে। বাবা-মা এবং বোনের ফোন নম্বর 'ব্লক' করে দিয়েছেন বলে দাবি।তিনি জানিয়েছেন, তার পর থেকেই পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে ফেলেন অভয়। তবে অভয় এখন আধ্যাত্মিক পথে এগোতে শুরু করেছেন। এই অবস্থায় সন্তানের ঘরে ফেরার সম্ভাবনা যে ক্ষীণ, তা-ও মানছেন অভয়ের বাবা।

'আইআইটি বাবা'র বাড়ি ছিল হরিয়ানার ঝজ্জর জেলায়। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি), বম্বে থেকে পড়াশোনা করেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, চাকরি সূত্রে বিদেশেও গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে বেছে নেন আধ্যাত্মিকতার পথ। প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায়

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

সনাতন ধর্মের শক্তি মহাকুম্ভের
জুনা আখড়ায় ১৫০০ নাগা অবধূতের দীক্ষা

১৩ জানুয়ারি শুরু হওয়া মহাকুম্ভ জমে উঠেছে ভক্ত ও সন্তদের উপস্থিতিতে। শনিবার মেলার সেক্টর ২০ চত্বরে নাগা সাধুদের ১৩টি আখড়ায় চলল দীক্ষাদান পর্ব। এদিন ১৫০০ জন তরুণ সন্ন্যাসী দীক্ষা নিয়ে যোগ দিলেন অস্ত্রধারী 'নাগা বাহিনী'তে। শনিবার ভোরে গঙ্গাতীরে শুরু হয় পঞ্চ দশনাম জুনা আখড়ার অবধূতদের দীক্ষা অনুষ্ঠান।প্রসঙ্গত, ১৪৪ বছর পর এবারের মহাকুম্ভ। প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে ৪০ কোটি পুণ্যার্থীর জন্য গড়ে তোলা হয়েছে এক অস্থায়ী নগরী। ১৫ বর্গমাইল এলাকায় গড়ে তোলা সেই অস্থায়ী নগরীর আয়তন নিউইয়র্ক নগরের ম্যানহাটান বরো এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ। ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে হিন্দু পুণ্যার্থীদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ।সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাগা সাধুদের জন্য বিখ্যাত এই জুনা আখড়া। এদিন পনেরো হাজারের বেশি সাধুর দীক্ষা হওয়ায় সেই সংখ্যা আরও বাড়ল বলা বাহুল্য। জানা গিয়েছে, এবারের কুম্ভ মেলায় মোট ৫ হাজার নাগা অবধূতকে দীক্ষা দেওয়া হবে।

মহাকুম্ভের অন্যতম আকর্ষণ শিবের উপাসক এই দিগাম্বর নাগা সাধুরা। সনাতন ধর্মের বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় স্রোত দেখা যায় জুনা আখড়ায়। সেখানে অবধূতরা অপেক্ষায় থাকেন বারো বছর অন্তর অনুষ্ঠিত দিক্ষাদান পর্বের জন্য। এবার যা পালিত হল সেক্টর ২০ চত্বরের আখড়াগুলিতে। শ্রী পঞ্চ দশনাম জুনা আখড়ার আন্তর্জাতিক মন্ত্রী (প্রধান সন্ন্যাসী) শ্রী মহান্ত চৈতন্য পুরী নিশ্চিত করেছেন, শনিবার থেকে শুরু হয়েছে দীক্ষা। প্রথম পর্বে দেড় হাজারের বেশি অবধূতের দীক্ষা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উল্লেখ্য, জুনা আখড়ায় বর্তমানে মোট নাগা সাধুর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৩ হাজার।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুদশতম পর্ব)

তাঁরা পৌঁছলেন চিৎপুরে। দুপুরে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বেতড়ে (বর্তমান শিবপুর) পৌঁছলেন। এখানে রয়েছে বেতাই চন্ডীর প্রাচীন মন্দির। এখানে চাঁদ সওদাগর পূজো দিয়ে ও দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম করে আবার নদী পেরিয়ে কলকাতা ছেড়ে কালীঘাটে থামলেন। বণিক কালিঘাটে মায়ের পূজো দিলেন।

এর কয়েক বছর পরে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব সম্ভবত ছত্রভোগে অম্বুলিম্বঘাট দর্শন করে পুরীতে যান। চৈতন্য ভাগবতে ছত্রভোগ থেকে জলপথে পুরী যাবার বর্ণনা নেই। চৈতন্যদেব যদি সত্যি ছত্রভোগ থেকে পুরী গিয়ে

ক্রমশঃ
(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কুম্ভমেলায় ছড়াল আগুন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কুম্ভমেলার ১৯ নম্বর সেক্টরের একটি তাঁবুতে রবিবার বিকেলে আগুন ধরে যায়। নিমেষে সেই আগুন বড় আকার ধারণ করতে শুরু করে। আগুনের গ্রাসে চলে যায় আশপাশের বেশ কিছু তাঁবুও। কী থেকে আগুন লাগল, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। সংবাদমাধ্যমের একাংশ জানাচ্ছে, তাঁবুগুলির ভিতর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছে।প্রয়াগরাজে পূর্ণকুম্ভের সমাজমাধ্যম হ্যান্ডল 'মহাকুম্ভ ২০২৫' থেকে একটি পোস্ট করে অগ্নিকাণ্ডের কথা জানানো হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। মহাকুম্ভে অগ্নিকাণ্ড সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। (পুণ্যার্থীদের) উদ্ধার এবং ত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করছে প্রশাসন। আমরা মা গঙ্গার কাছে সকলের সুরক্ষা প্রার্থনা করছি।'অনুমান করা হচ্ছে, তাঁবুর ভিতরে থাকা গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ হয়ে থাকতে পারে। আগুনের জেরে প্রায় পঞ্চাশটি তাঁবু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে। তবে দুর্ঘটনায় কারও আহত হওয়ার খবর মেলেনি।

কুম্ভমেলায় আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত দমকলের ইঞ্জিন। ছবি: সংগৃহীত।

কুম্ভমেলার জন্য প্রয়াগরাজে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছে।

এরপর ৫ পাতায়

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বৃক্ষতলে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। এই ভেবে সে নিজেও ঐ বিল্ববৃক্ষে উঠে পড়ল। শীতে ও ক্ষুধায় তার শরীর কাপঁতে লাগল। এভাবে সে শিশিরে ভিজেই জেগে কাটাল সারা রাত। দৈববশত সেই বিল্ববৃক্ষমূলে ছিল আমার (অর্থাৎ শিবের) এতটি প্রতীক। তিথিটি ছিল শিবচতুর্দশী। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১১৮ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

(প্রথম পর্ব)

আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। আজ ২০২৫ এর প্রথম মন কি বাত হচ্ছে। আপনারা একটা বিষয় নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, প্রতি বার মন কি বাত মাসের শেষ রবিবার হয়। কিন্তু এবার আমরা এক সপ্তাহ আগে, চতুর্থ রবিবারের পরিবর্তে তৃতীয় রবিবারই মিলিত হচ্ছি। কারণ আগামী রবিবার সাধারণতন্ত্র দিবস। আমি সমস্ত দেশবাসীকে সাধারণতন্ত্র দিবসের অগ্রিম শুভকামনা জানাই।

বন্ধুরা, এবারের সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের ৭৫তম বর্ষপূর্তি। এ বছর সংবিধান প্রণয়নের ৭৫ বছর হচ্ছে। আমি সংবিধান সভার সেই সব মহান ব্যক্তিদের প্রণাম জানাই যারা আমাদের পবিত্র সংবিধান দিয়েছেন। সংবিধান সভা চলাকালীন নানা বিশয়ে দীর্ঘকালীন আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনা, সংবিধান সভার সদস্যদের বিচার বিবেচনা, তাঁদের উক্তি আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। আজ মন কি বাতে আমাদের প্রয়াস থাকছে কিছু মহান নেতাদের অরিজিনাল কণ্ঠস্বর ও বক্তব্য আপনাদের শোনানো।

বন্ধুরা, যখন সংবিধান সভা নিজেদের কাজ শুরু করেছিল তখন বাবা সাহেব আম্বেদকর পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছিলেন। তার এই উক্তি ইংরেজিতে রয়েছে। আমি তার একটি অংশ আপনাদের শোনাচ্ছি-

"So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt, but my fear which I must express clearly is this, our difficulty as I said is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today, take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate; our difficulty is with regard to the beginning."

"এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত লক্ষ্যের বিষয়ে আমাদের কারোরই কোন দ্বিধা বা সংশয় থাকার কথা নয়। স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভবিষ্যতের চূড়ান্ত লক্ষ্যটা কঠিন নয়। যেটা কঠিন বলে আমার আশঙ্কা তা হল বর্তমানে কীভাবে বহুবিধ বৈশিষ্ট্য ও মতাবলম্বী আমাদের জনসাধারণকে একটা অভিন্ন, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ানো যাবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সেই পথে হাঁটা যাবে যা আমাদের ঐক্যের দিকে চালিত করবে। চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে আমাদের অসুবিধা নেই, আমাদের অসুবিধা সূচনা নিয়ে।"

বন্ধুরা, বাবা সাহেব এই কথায় জোর দিয়েছেন যে সংবিধান সভা যেন একসঙ্গে এক মতে হয় এবং সবাই মিলে সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ করে। আমি আপনাদের সংবিধান সভার আরো একটি অডিও ক্লিপ শোনাতে চাই। এই অডিও ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদজির যিনি আমাদের সংবিধান সভার সভাপতি ছিলেন। আসুন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদজির কথা শুনি -

আমাদের ইতিহাস একথা বলে আর আমাদের সংস্কৃতি এই শিক্ষা দেয় যে আমরা শান্তিপ্রিয় আছি এবং ছিলাম। আমাদের সাম্রাজ্য ও আমাদের জয়ের সাফল্য ভিন্ন ধরনের। আমরা অন্যদের লোহার

(ক্রমশঃ)

(৪ পাতার পর)

কুম্ভমেলায় ছড়াল আগুন

বিস্তীর্ণ মেলাপ্রাঙ্গণকে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে নজরদারি চালাচ্ছে প্রশাসন। সে ক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে আগে থেকে। মোতায়েন রয়েছেন দমকলকর্মীরাও। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করেন। দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন এবং অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র একটি দলও সেখানে পৌঁছে যায়। আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান তাঁরাও। দমকলকর্মী এবং এনডিআরএফের চেষ্টায় আগুন ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেক্টর ১৯-এর দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন মেলায় মোতায়েন থাকা পুলিশকর্মীরা। পুণ্যার্থীদের দুর্ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আখড়া থানার ইনচার্জ ভাস্কর মিশ্র সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, দু'টি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে এবং তার জেরে তাঁবুগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

শনিবার বিকেলে কুম্ভমেলায় একের পর এক তাঁবু পুড়ছে আগুনে। ছবি: পিটিআই।

সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কথা পুলিশ জানালেও, কী থেকে আগুন ছড়াল তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। কুম্ভমেলার জন্য তৈরি এই অস্থায়ী তাঁবুগুলিতে পুণ্যার্থীদের রান্নার ব্যবস্থা থাকে। সেই থেকেই কোনও ভাবে আগুন ছড়িয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ট্রাম্পের 'প্রাইভেট পার্টিতে' পৌঁছলেন অম্বানী দম্পতি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দিন পেরলেই ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। আগামিকাল মার্কিন মসনদের দায়িত্ব পেতে চলেছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তার আগেই ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে সে দেশে পৌঁছে গেলেন ভারতীয় শিল্পপতি মুকেশ অম্বানী ও তাঁর স্ত্রী নীতা অম্বানী।প্রসঙ্গত, ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলেছে সেদেশের শিল্পপতি ও উদ্যোগপতিরা। ইতিমধ্যে সেই অনুষ্ঠান ঘিরে সেজে উঠেছে রাজধানী তথা গোটা দেশ। অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে বিশ্বের নানা দেশ থেকে আসছেন তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্বরাও। আর এত সব জাঁকজমকের জন্য বিরাট বাজেট তৈরি করেছে ট্রাম্পের উদ্বোধনী কমিটি। যার কার্যত খরচ মেটাচ্ছে শিল্পপতিরা। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, এখনও অবধি দেশের ছোট-বড় কোম্পানির আর্থিক সাহায্য মাধ্যমেই ১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তুলে ফেলেছে উদ্বোধনী কমিটি। যা ভেঙে দিয়েছে অতীতের সব রেকর্ড।

আগামিকাল অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথগ্রহণ করবেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প।ওয়াশিংটনের ক্যাপিটাল ভবনের অন্দরে বসবে সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। প্রতি বছর সাধারণ ভাবে ক্যাপিটাল ভবনের বাইরে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। কিন্তু, চলতি বছর অতিরিক্ত ঠান্ডা ও শৈত্যপ্রবাহের কারণে আপাতত ভবনের ভিতরেই অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিটি। জানা গিয়েছে, সোমবার শপথগ্রহণের পর একটি নৈশভোজেরও আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এবার সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেই বাকি বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন ভারতীয় ধনকুবের মুকেশ অম্বানী ও তাঁর স্ত্রী নীতা অম্বানী। তবে অনুষ্ঠানের এক রাত আগেই তাঁরা পৌঁছে গিয়েছে সেই দেশে। আগেভাগে আলাপও সেরে নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে।এদিন আমেরিকায় পৌঁছেই ট্রাম্পের একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানেও যোগ দেন অম্বানী দম্পতি। সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে শুভেচ্ছাও জানান তারা। পাশাপাশি, সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের কাছে ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করার আর্জি করেন তাঁরা।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক সিবিডিটি'র ডাইরেক্ট ট্যাক্স কালেকশন সিস্টেমে লাইভ গেছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত সরকার (GOI) এবং আরবিআই ডাইরেক্ট ট্যাক্স সংগ্রহের জন্য IDFC ফার্স্ট ব্যাঙ্ককে অনুমোদন দিয়েছে

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (CBDT) এর পক্ষে ডাইরেক্ট ট্যাক্স সংগ্রহের জন্য ইনকাম ট্যাক্স পোর্টালের সাথে তার একীকরণের ঘোষণা করেছে। ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা এখন তাদের ডাইরেক্ট ট্যাক্স প্রদানের জন্য ডাউনলোডযোগ্য চালান,ইজি পেমেন্ট এবং তাৎক্ষণিক পেমেন্ট কনফার্মেশনের অ্যাক্সেস সহ একটি স্বজ্ঞাত, ঝামেলামুক্ত পেমেন্ট এক্সপেরিয়েন্সের উপকৃত হতে পারেন।

ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের ইউসার ফ্রেন্ডলি রিটেল এবং কর্পোরেট ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করতে পারেন, অথবা নগদ, চেক বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট ব্যবহার করে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায় কর পরিশোধ করতে পারেন।

উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের রিটেল লাইবিলিটিসের কান্ট্রি হেড শ্রী চিন্ময় ঢোবল বলেন, "উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের রিটেল লাইবিলিটিসের কান্ট্রি হেড শ্রী চিন্ময় ঢোবল বলেন, "আমরা একটি ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্ক এবং ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্কিংয়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রোডাক্ট ও পরিষেবাগুলির একটি সম্পূর্ণ মিশ্রণ তৈরি করছি। আয়কর এবং জিএসটির পেমেন্ট হল শুধুমাত্র দুটি উল্লেখযোগ্য পরিষেবা যা আমাদের প্রস্তাবে অনুপস্থিত ছিল। আমরা আনন্দিত যে সিবিডিটি, ভারত সরকার এবং আরবিআইএর অনুমোদনের ফলে, আমরা এখন সিবিডিটি, ভারত সরকারের তরফ থেকে ট্যাক্স কলেকশনের জন্য অথোরাইসড।"

"আমাদের উচ্চ-মানের ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধার্থে ইউসার ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস তৈরি করেছি। আমরা আমাদের গ্রাহকদের আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের অনলাইন এবং ব্রাঞ্চ চ্যানেলগুলির মাধ্যমে সহজেই তাদের ডাইরেক্ট ট্যাক্স পরিশোধ করতে এই সুবিধাটি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করি।"

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ কর প্রদানের পদক্ষেপ:

1. সিবিডিটি পোর্টালে লগ ইন করুন:

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login

2. একটি চালান তৈরি করুন এবং নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট নির্বাচন করুন।

3. পেমেন্টের বিকল্প হিসাবে IDFC ফার্স্ট ব্যাঙ্ক বেছে নিন

4. পেমেন্ট সম্পূর্ণ করুন এবং ট্যাক্স পেড চালান ডাউনলোড করুন

উপরন্তু, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক সিবিডিটি আধিকারিকদের সাথে ইউপিআই এবং কার্ড পেমেন্ট সহ আরও অর্থপ্রদানের বিকল্প চালু করতে কাজ করছে।

আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন www.idfcfirstbank.com.

(২ পাতার পর)

প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় দেখা মেলা 'আইআইটি বাবা'-কে ঘিরে সমাজমাধ্যমে আলোচনা তুঙ্গে

এসে প্রথমে জুনা আখড়ার সামনে থাকছিলেন তিনি। তবে এখন আর সেখানে থাকছেন না। কেন তিনি জুনা আখড়ার সামনে থেকে সরে গিয়েছেন, তা নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা এবং গুঞ্জন শুরু হয়েছে।জুনা আখড়ার এক সদস্য সংবাদমাধ্যম 'এনডিটিভি'কে জানিয়েছেন, অভয় জুনা আখড়ার সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁকে ভবঘুরে বলে দাবি করেছেন আখড়ার ওই সদস্য। তাঁর বক্তব্য, অভয় যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছিলেন টেলিভিশনে। সেই কারণে তাঁকে বার করে দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে 'আইআইটি বাবা'র দাবি, তিনি কোথাও পালাননি। বরং তাঁর খ্যাতি, প্রচারের আলো মেনে নিতে না পেরে রাতারাতি তাঁকে আখড়া ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

সিনেমার খবর

আলিয়ার বিপরীতে সিনেমার প্রস্তাবে কেন 'না' বললেন শাহরুখ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি বলিউডে খবর ছড়িয়েছিল যে, আলিয়া ভাটের সঙ্গে একটি বিগ বাজেট হরর-কমেডি ছবি 'চামুণ্ডা'-তে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল শাহরুখ খানকে। কিন্তু বলিউড বাদশা এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

সূত্রের খবর, 'চামুণ্ডা' ছবির প্রযোজক দীনেশ বিজান এবং পরিচালক অমর কৌশিক চেয়েছিলেন শাহরুখ খান ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করুন। তাদের হরর-কমেডি ঘরানার এই সিনেমায় কিং খানের থাকার খবর বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিল। তবে শাহরুখ নাকি এই ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজে নতুন কিছু যোগ করার মতো স্পেস না থাকায় আগ্রহী হননি।

শাহরুখের বক্তব্য, তিনি নতুন এবং চ্যালেঞ্জিং চিত্রনাট্যে কাজ করতে চান। তার মতে, এমন ছবিতে যুক্ত হওয়ার থেকে নতুন ঘরানার প্রোজেক্টে কাজ করাই বেশি আকর্ষণীয়। এই কারণে ম্যাডক ফিল্মসের 'চামুণ্ডা'র প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

অন্যদিকে, আলিয়া ভাট এই ছবিতে কাজ করার বিষয়ে বেশ উৎসাহী। ম্যাডক ফিল্মসের সঙ্গে তার একাধিক প্রজেক্টের আলোচনা চলছে। তিনি এর আগে থ্রিলার এবং হরর-কমেডি ঘরানার ছবিতে কাজ করে নিজের অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। তাই আলিয়ার জন্য 'চামুণ্ডা' একটি নতুন অভিজ্ঞতা হতে পারে।

শাহরুখের সিদ্ধান্তে 'চামুণ্ডা'র নির্মাতারা এখন নতুন অভিনেতার খোঁজ করছেন। তবে বাদশা ভক্তদের আশা, ভবিষ্যতে এমনই কোনও নতুন ধরনের ছবিতে আবার তিনি চমক দেবেন।

লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলে পরিবারসহ কেমন আছে প্রীতি? জানালেন নিজেই

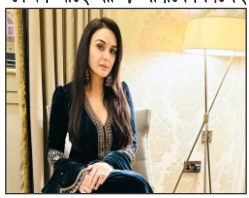

প্রীতি জিন্তা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আগুনের গ্রাসে লস অ্যাঞ্জেলেস। হলিউড তারকাদের ঠিকানা ও বিশ্বের অন্যতম শৌখিন শহরের চারিদিকে এখন শুধু ধ্বংসের ছবি। কালো ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে গেছে। মাঝেমাঝেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখা। গোটা বিশ্ব চিন্তিত লস অ্যাঞ্জেলসের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে।

হলিউডের অভিনেতারা ছাড়াও এই শহরে থাকেন বলিউডের অনেক চেনা মুখও। অভিনেত্রী প্রীতি জিন্তাও সপরিবার এ শহরেই থাকেন। বিয়ের পর থেকেই প্রীতির ঠিকানা এই শহর। বাড়িতে যমজ দুই সন্তান। একের পর এক বাড়ি পুড়ে খাক হয়ে যেতে দেখে আতঙ্কিত প্রীতিসহ তার গোটা পরিবার।

ভয়ানক এই পরিস্থিতিতে প্রীতি ও তার পরিবারকে নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন অনেকেই। অভিনেত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে জানিয়েছেন, তারা আপাতত নিরাপদে আছেন। প্রীতি লিখেছেন, 'এমন সুন্দর সাজানো শহর যে এ ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, তা কল্পনাতেও আসেনি। বাড়ির বয়স্ক সদস্য ও বাচ্চাদের নিয়ে সব সময় ভয়ে আছি। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে এখনও আমরা সুরক্ষিত আছি।'

এই দাবানলের শহরে বাড়ি রয়েছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ারও। কয়েক দিন আগে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছিলেন, 'এই বিপদ রুখতে প্রথম দিন থেকে অনেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাদের এই চেষ্টাকে কুর্নিশ জানাই। দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সকলে প্রার্থনা করুন। আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ভয় ধরানো চেহারার কারণে অডিশনে বাদ পড়েন অমরীশ পুরী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

জবার মতো লাল চোখের অমরীশ পুরী পর্দায় হাজির হওয়া মানেই একরাশ আতঙ্ক। হিন্দি সিনেমার খলনায়ক চরিত্রের হিংস্রতা শানিত হয়েছিল তার চেহারার ক্রুরতার জন্য। অথচ সেই চেহারার কারণেই কেরিয়ারের শুরুর দিকে অমরীশ সুযোগ পায়নি সিনেমায়।

'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে' সিনেমার শেষ দৃশ্যে পর্দায় মেয়ে কাজলকে নায়ক শাহরুখের হাতে সঁপে দিয়ে 'যা সিমরন, জি লে আপনি জিন্দেগি' জলদগম্ভীর কণ্ঠে অমর হয়ে যাওয়া সেই সংলাপ আজও কানে লেগে আছে। রুক্ষ স্বর আর বুক কেঁপে ওঠার মতো চেহারা অমরীশের দীর্ঘ কেরিয়ারে সাফল্যের দুই রসদ। অথচ সেই চেহারা এবং কণ্ঠকে একদিন গ্রহণ করেনি বলিউড।

প্রথম বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছিলেন অমরীশের নাতি বর্ধন পুরী। তিনি

জানান, হিন্দি সিনেমায় নায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তার দাদু। স্বপ্নপূরণ করতে একটানা চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। ২১ বছর বয়সে জীবনে প্রথম স্ক্রিন টেস্ট দিতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু স্ক্রিন টেস্ট দেওয়ার আগেই অমরীশের চেহারা এবং কণ্ঠস্বরের কারণে বাদ দিয়ে দেওয়া তাকে।

পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার অডিশন দিতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন তিনি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। বলিউডের এক প্রখ্যাত পরিচালক নাকি অমরীশকে বলেছিলেন, এমন চেহারা নিয়ে তুমি কখনও নায়ক হতে পারবে না।

বারবার প্রত্যাখ্যান হওয়ার বিষয়টি তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিলেও, হাল ছেড়ে দেননি অমরীশ। বরং তিনি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, ঠিক যে কারণগুলোর জন্য তিনি স্বপ্নের কাছে পৌঁছতে পারছেন না, সেগুলোকেই সফল হওয়ার কারণ বানিয়ে ছাড়বেন।

শেষ পর্যন্ত রূপালি পর্দায় নায়ক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর অমরীশের দু'টি চোখ খুঁজে নেয় অন্য লক্ষ্য। বলিউডের চোখে তার দুর্বলতাগুলোকে ধীরে ধীরে নিজের শক্তিতে পরিণত করেন। নায়ক হওয়ার বাসনা ছেড়ে খলনায়কের খাতায় নাম লেখান তিনি। এরপর অবশ্য আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। হিন্দি সিনেমায় খলনায়কের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিলেন তিনি। ১২ জানুয়ারি 'মোগাম্বো'র মৃত্যবার্ষিকীতে ফিরে দেখা তার সেই লড়াইয়েই পর্ব।

নতুন করে মাঠে ফেরার সম্ভাবনা কিংদবন্তি পেসারের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ক্যারিয়ারের দীর্ঘ একটা সময় কেবল সাদা পোশাকেই খেলছিলেন জেমস অ্যান্ডারসন। গত বছর টেস্টকে বিদায় বলার পর তাই তার খেলোয়াড়ি জীবনের শেষ দেখে ফেলেছিলেন অনেকেই। তবে নতুন করে ইংলিশ কিংদবন্তি পেসারের মাঠে ফেরার সম্ভাবনা জেগেছে। গণমাধ্যমের খবর, ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে আগামী মৌসুমের চুক্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তারা।

পেশাদার ক্রিকেটে ফের মাঠের নামার লক্ষ্যে ডিভিশন টু কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ তো বটেই, লিস্ট 'এ' ও টি-টোয়েন্টিও নাকি খেলবেন অ্যান্ডারসন। ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়েই ক্যারিয়ারের সবশেষ ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলেন তিনি ২০১৯ সালে। তার সবশেষ টি-টোয়েন্টিও এই ক্লাবের জার্সিতে, ২০১৪ সালে।

টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসার অ্যান্ডারসন গত জুলাইয়ে বিদায় বলে দেন এই সংস্করণকে। ওই মাসে ১৮৮ টেস্টের সবশেষটি খেলেন তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, লর্ডসে। টেস্টে ২১ বছরের পথচলায় ২৬.৪৫ গড়ে নেন ৭০৪ উইকেট। এরপর আর পেশাদার ক্রিকেটে মাঠে নামেননি তিনি। তবে এখনই যে খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টানতে চাচ্ছেন না অ্যান্ডারসন, তা স্পষ্ট। গত ডিসেম্বরের আইপিএলের মেগা নিলামেও নাম দেন তিনি। কিন্তু তার প্রতি আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি।

ইংল্যান্ড টেস্ট দলের 'পেস বোলিং মেন্টর' হিসেবে কাজ করার সময় নিজের ফিটনেস ঠিক রেখেছেন অ্যান্ডারসন। নেটে নিয়মিত বোলিং করার পাশাপাশি স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচদের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। 'দা টেলিগ্রাফ' তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, অন্তত আরও একটি মৌসুমে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলতে প্রস্তুত অ্যান্ডারসন। প্রায় দুই যুগ আগে তার সঙ্গে প্রথম চুক্তি করেছিল ক্লাবটি। ২০০২ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়েই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তার। গত মৌসুমটা বাজে কাটে ল্যাঙ্কাশায়ারের। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের শীর্ষ স্তর থেকে অবনমিত হয়ে যায় তারা। যদিও তখন একটি ম্যাচ খেলে দারুণ পারফরম্যান্সই করেন অ্যান্ডারসন। গত জুনে নটিংহ্যামশায়ারের বিপক্ষে ড্র হওয়া ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৩৫ রানে নিয়েছিলেন ৭ উইকেট।

চুক্তি হলে ২০২৫ মৌসুমের শুরু থেকে অ্যান্ডারসনকে পেতে পারে ল্যাঙ্কাশায়ার। মৌসুমের প্রথম ম্যাচে মিডলসেক্সের মুখোমুখি হবে তারা, লর্ডসে লড়াইটি শুরু আগামী ৪ এপ্রিল। ধারণা করা হচ্ছে, ইংল্যান্ডকে কোচিংয়ের দায়িত্ব চালিয়ে গেলে তাকে পাঁচ ম্যাচে পাবে ল্যাঙ্কাশায়ার। আগামী মে মাসে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট দিয়ে মৌসুম শুরু করবে ইংল্যান্ড। গত অগাস্টে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফেরার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন অ্যান্ডারসন। আইপিএলে দল না পেলেও ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে দেখা যেতে পারে তাকে।

এক বছরেরও বেশি সময় পর ভারতের স্কোয়াডে শামি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ১৪ মাস পর দলে প্রত্যাবর্তন হয়েছে মোহাম্মদ শামির। শেষবার ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের জার্সিতে খেলেছিলেন শামি।

আগামী ২২ জানুয়ারি প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামবে ভারত। ইংলিশদের বিপক্ষে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে হবে সেই ম্যাচ। সেখানেই প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে তাকে। চোট সারিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেছেন। রঞ্জি ট্রফি, সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি ও বিজয় হাজারে ট্রফি খেলেছেন তিনি। এবার ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন তিনি।

জানা গেছে, ফিটনেস নিয়ে আর সমস্যা নেই শামির। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত ভারতের তারকা পেসার। ফিটনেস সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারেননি শামি। গোড়ালির চোট সারিয়ে রঞ্জি ট্রফিসহ বিভিন্ন ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় খেললেও ফিটনেস নিয়ে সমস্যা ছিল তার। পাঁচ দিনের ম্যাচ খেলার ধকল নেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না তিনি।

শামির ফেরার মতোই চমক ঋষভ পন্তের দলে না থাকা। প্রথম উইকেটরক্ষক হিসাবে নেওয়া হয়েছে সঞ্জু স্যামসনকে। তিনি ফর্মে রয়েছেন। দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক ধ্রুব জুরেল। জিতেশ শর্মার বদলে নেওয়া হয়েছে তাকে। রমনদীপ সিংহের বদলে টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন নীতীশ রেড্ডি। নেই শিবম দুবে। চোটের কারণে বাদ পড়েছেন রিয়ান পরাগ।

ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ইংল্যান্ড। ২২ জানুয়ারি প্রথম ম্যাচ কলকাতায়। দ্বিতীয় ম্যাচ ২৫ জানুয়ারি। হবে চেন্নাইয়ে। ২৮ জানুয়ারি তৃতীয় টি-টোয়েন্টি রাজকোটে। ৩১ জানুয়ারি পুণেয় চতুর্থ ও ২ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে হবে পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।

ভারতের টি-টোয়েন্টি দল— সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, তিলক বার্মা, নীতীশ রেড্ডি, মোহাম্মদ শামি, আর্শদীপ সিং, হার্ষিত রানা, ধ্রুব জুরেল, রিঙ্কু সিংহ, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, রবি বিষ্ণুই, বরুণ চক্রবর্তী ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

প্রতি মিনিটের জন্য ৩০ কোটি টাকা পেয়েছেন নেইমার?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২০১৭ সালে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোর বিনিময়ে স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাব বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। পরে ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে পিএসজি থেকে নেইমারকে বিশাল অঙ্কে দলে ভেড়ায় সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। সেই থেকে পেরিয়ে গেছে ১৮ মাস। কিন্তু চোটের কারণে বেশির ভাগ সময়েই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে ব্রাজিলিয়ান তারকাকে।

কিছুদিন আগে শেষ হওয়া ২০২৪ সালে তো বলতে গেলে খেলেনইনি নেইমার। পুরো পঞ্জিকাবর্ষে আল হিলালের জার্সিতে মাত্র দুই ম্যাচের জন্য মাঠে নেমেছিলেন নেইমার, ছিলেন মোটে ৪২ মিনিট। এই ৪২ মিনিট খেলে কী পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে ভরেছেন নেইমার, সেটা জানলে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য যে কারও।

নেইমার চোটে পড়ে মাঠের বাইরে থাকলেও তাঁকে বেতন দেওয়া তো আর বন্ধ করতে পারেনি আল হিলাল! তাহলে যে চুক্তির খেলাপ হয়ে যেত। ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যম ফুট মেরকাটোর তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ৪২ মিনিট খেলেই ১০ কোটি ১০ লাখ ইউরো আয় করেছেন নেইমার।

যার মানে প্রতি মিনিটের জন্য নেইমার পেয়েছেন প্রায় ২৪ লাখ ইউরো। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৩০ কোটি টাকার ওপরে। হিসাবটা যদি সেকেন্ডে করা হয়, তাহলে আল হিলালের হয়ে ১ সেকেন্ডের জন্য ৫০ লাখ টাকার বেশি করে পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা!

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR